স্মার্টফোন বা ল্যাপটপই যখন স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড

স্কুল ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন ক্লাসেই চলছে পড়াশোনা, পরীক্ষা। তার নানান সুবিধা, অসুবিধা। এই ব্যবস্থায় নিয়মিত আপগ্রেডেশন জরুরি বাবা-মায়েদেরও।

কোভিড-নাইন্টিন অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে আমাদের জীবন থেকে। তবে স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সব থেকে বেশি কেড়ে নিয়েছে তাদের শৈশব। আর বাবা-মায়েদের সামনে হাজির করেছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোভিডের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের আবহেও প্রযুক্তির হাত ধরে স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয়-রাজ্য প্রশাসন এবং সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নানা পদক্ষেপ নিয়ে গেছে। শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাস। কিন্তু বাচ্চারা যাতে এই অনলাইন পাঠক্রমে স্বচ্ছন্দ হতে পারে, তার জন্য বাবা-মায়েদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়েছে এখানেও। অনেক বাবা মায়েরাই এর আগে হয়তো এতটা টেক-স্যাভি ছিলেন না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে, ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁরা অনলাইনে বিভিন্ন লিংক অ্যাক্টিভেট করে রোজ ক্লাসের ব্যবস্থা করা, পরীক্ষায় বাচ্চারা যাতে কম্পিউটারে লিখতে পারে, বাংলা ইংরেজি বা হিন্দিতে টাইপিং করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সাহায্য করা, দরকারে পিডিএফ ব জেপেগ করা, আপলোড করা ইত্যাদি নানা কাজে সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। এর ফলে নানা বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করেই, ছোট ছোট বাচ্চারা অনলাইনেই ক্লাস করেছে, এমনকি পরীক্ষাও দিয়েছে।

কিন্তু সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষদের ক্ষমতা নেই তাদের বাচ্চাদের জন্য ভাল স্মার্টফোন বা ট্যাব কিনে দেওয়ার। ক্ষমতা নেই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করার। শহরের বা মফস্বলের বা গ্রামের অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর প্রচুর মানুষ আছেন, যাঁরা এই ব্যবস্থায় রীতিমতো অসুবিধায় পড়েছেন। এর ফলে পড়াশোনার বিষয় ছাড়াও একধরনের মানসিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে স্কুলের বাচ্চারা। এর প্রভাব পড়ছে তাদের পড়াশোনায়। আবার, সকলের একই মোবাইল নেটওয়ার্ক না হওয়ায়, কারো নেটওয়ার্ক ভাল এবং কারো খারাপ হওয়ায়, পরীক্ষা বা ক্লাসের সময় তারা সমস্যায় পড়ছে। অনেক বাবা মা-ই এই সব বিষয়ে ভাল করে না জানার ফলে তাঁরা বুঝতেও পারছেন না কীভাবে এই সমস্যা থেকে বেরোবেন। তৃতীয়ত, বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে না মেলামেশা করার দরুণ একধরনের বিচ্ছিন্নতা এবং একাকিত্বে ভুগছে, যা তাদের মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত করছে।

যতদিন কোভিড পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে না বেরোন যাচ্ছে, ততদিন অনলাইনে এভাবেই স্কুল ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে হবে।

"শিশুদের জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা হল ক্লাসরুম। সেখানেই তারা ধীরে ধীরে এক সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার পথে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু কোভিডের এই বিপর্যয়ের ফলে তারা যেমন স্কুলে যেতে পারেনি, ক্লাসে পড়াশোনা করতে পারেনি, তার সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে, আর তা হল তাদের বন্ধুবান্ধব এবং খেলাধূলা। যতদিন না তাদের জন্য আমরা ক্লাসরুম আবার খুলে দিতে পারছি, ততদিন অনলাইন ক্লাস এবং নানান ভার্চুয়াল কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা যাতে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে, তা খুব প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী, তাদের স্কুল-সম্পর্কিতা নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত দক্ষতাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলার জন্য এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

■ সত্যম রায়চৌধুরী
চ্যান্সেলর, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি এবং এম ডি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ

"গত বসন্তে (২০২০) কোভিডের কারণে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠন-পাঠন অর্থাৎ স্বশরীরে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে গেল। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হল নতুন আঙ্গিকে।

শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থাৎ অনলাইনে পড়াশোনা শুরু করল। এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তির ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা লাভ করল ঠিকই, তবে এর সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসাদও অনেককে গ্রাস করল। সহপাঠী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতে পড়াশোনার মান ও মানসিক স্বাস্থ্যের যে উন্নতি ঘটে, ডিজিটাল মাধ্যম সবক্ষেত্রে সেই স্থান নিতে অপারগ। বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে হাতে-কলমে শিক্ষার যে প্রভাব থাকে, তা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যমে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হয়েছে।

প্রতিদিন সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার ফলে সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতার প্রতিফলন ঘটে। অনলাইনে পঠন-পাঠন কোনও কোনও সময়ে শিক্ষার্থীকে অলস করে তুলেছে। অনেকে প্রযুক্তির অসদ্ব্যবহার করে নিজের অজান্তেই অন্ধকার জীবনে প্রবেশ করেছে।

কোভিড বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে।"

■ শ্রীমতী মিত্রা সিংহ রায়
প্রিন্সিপাল, অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

করতে হবে। যেহেতু অনেক বাচ্চা বাবা মায়েদের ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করে, তাই, তাঁদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়া, এমনকি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই বাবা মায়েদেরও নিজেদের প্রযুক্তিগত জায়গায় অনেক বেশি আপগ্রেড অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রেও অনেক সতর্ক ও সংযত হতে হবে। বাচ্চাদের অনলাইন ক্লাস বা পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সহায়তার ক্ষেত্রেও তাঁদের শিক্ষিত হতে হবে। উন্নত মানের ট্যাব এবং ভাল নেটওয়ার্ক আছে এমন ইন্টারনেট কানেকশন দিতে হবে ফোনে। প্রশাসন এবং স্কুল থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও অনলাইনে পড়াশোনা কোনওরকম সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চাদের মনের বিকাশের জন্য এবং একাকিত্ব দূর করার জন্য, বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে যাতে ভার্চুয়াল মেলামেশা করতে পারে, বা স্বাস্থ্যবিধি অক্ষুণ্ণ রেখে একটু খেলাধূলাও করতে পারে, সে বিষয়েও পরিকল্পনা করতে পারে।

শরীর এবং মনের সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে বাচ্চাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আজ বাবা-মায়েদেরও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নত করতে হবে নিজেদের।

অনলাইন পড়াশোনায় যাতে প্রযুক্তিগত ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য আইটি ডিপার্টমেন্ট অভিভাবকদের জন্য আলাদা করে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে ক্লাস করতে পারে, তার জন্য মোবাইল-বান্ধব সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিটি সেশনের পর শিক্ষকেরা ক্লাসের ভিডিও রেকর্ডিং আপলোড করছেন যা পরে সুবিধামতো ডাউনলোড করে নেওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীদের চোখে যাতে চাপ না পড়ে, তার জন্য ক্লাসে তাদের শেখানো হচ্ছে কী করতে হবে এবং কী করতে হবে না। সব শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত আইটি সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে।

■ শর্মিলী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল, বিহানী অকাদেমি